আবহাওয়া ভিত্তিক কৃষি বিষয়ক বুলেটিন
জেলা: বান্দরবান

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প
কম্পোনেন্ট সি-বিডব্লিউসিএসআরপি
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

তারিখ : (০১ জানুয়ারি,২০১৯) বুলেটিন নং ১০৭	০১ জানুয়ারি হতে ০৫ জানুয়ারি, ২০২০ পর্যন্ত কৃষি আবহাওয়া বিষয়ক বুলেটিন

গত ৪ দিনের আবহাওয়া পরিস্থিতি ২৮ ডিসেম্বর হতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত

আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার)	২৮ ডিসেম্বর	২৯ ডিসেম্বর	৩০ ডিসেম্বর	৩১ ডিসেম্বর	সীমা
বৃষ্টিপাত (মি.মি)	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০-০.০ (০.০)
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২২.০	২২.০	২২.৫	২৬.৯	২২.০-২৬.৯
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	১৬.২	১৪.২	১৪.০	১৫.৩	১৪.০-১৬.২
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	৭২.০-৯৪.০	৬০.০-১০০.০	৭২.০-১০০.০	৫৮.০-৯৬.০	৫৮-১০০
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	৭.৪	১.৯	১.৯	০.০	০.০-৭.৪
মেঘের পরিমান (অক্টা)	৩	৪	৫	৩	৩-৫
বাতাসের দিক	উত্তর/উত্তর-পশ্চিম	উত্তর/উত্তর-পশ্চিম	উত্তর/উত্তর-পশ্চিম	উত্তর/উত্তর-পশ্চিম	উত্তর/উত্তর-পশ্চিম

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত আগামী ০৫ দিনের আবহাওয়া পূর্বাভাস
(০১ জানুয়ারি হতে ০৫ জানুয়ারি, ২০২০) তারিখ পর্যন্ত

আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার)	সীমা
বৃষ্টিপাত (মিমি)	২.৬-৪২.৪ (৭১.০)
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২৩.৩-২৮.১
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	১৬.৫-১৮.৪
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	৬০.০-৯৭.০
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	২.১-৩.৫
মেঘের পরিমান (অক্টা)	আংশিক মেঘাচ্ছন্ন
বাতাসের দিক	উত্তর/উত্তর-পশ্চিম

কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:

সাধারণ পরামর্শ:

- জেলার সর্বত্র আগামী ২৪ ঘন্টার রাতের তাপমাত্রা আংশিক বাড়তে পারে এবং দিনের তাপমাত্রা অপরিবর্তিত থাকতে পারে। বাংলাদেশ আবহাওয়া অদিদপ্তর এর তথ্য অনুযায়ী মধ্যরাত থেকে সকাল অবধি হালকা থেকে মাঝারী মাত্রায় কুয়াশা দেখা যেতে পারে। এছাড়া আগামী ৭২ ঘন্টায় বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা বেড়ে যেতে পারে। মধ্যমেয়াদি পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী ০৫ দিন হালকা থেকে মাঝারী ধরনের ভারী বর্ষণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং আর্দ্রতা বৃদ্ধি পেতে পারে। আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে রবি ফসলে বিভিন্ন রোগের আক্রমন দেখা দিতে পারে। দন্ডায়মান ফসলে রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমন সর্ম্পকে সচেতন থাকতে হবে। যদি রোগের লক্ষন দেখা যায় বালাই ব্যবস্থাপনা করতে হবে।
- শীত ও কুয়াশার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা পেতে রবি ফসলের জমির চারপাশে ধোঁয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।
- গবাদি পশু, হাঁস মুরগী ও মংস্যের ক্ষেত্রেও বিশেষ যত্ন নিতে হবে। চালার ভেতরে রাখা, শুকনো বিছানার ব্যবস্থা করা, তাপমাত্রা বৃদ্ধিসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।

সবজি:

- জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করুন
- কচি গাছকে নিম্ন তাপমাত্রার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করুন।
- টমোটেতে হলুদাভ বাদামী দাগ দেখা দিলে প্রতি লিটার পানিতে ২.৫-৩ গ্রাম ম্যানকোজেব মিশিয়ে স্প্রে করুন বৃষ্টিপাতের পর।
- ঠান্ডা আবহাওয়ায় ঢেঁড়শের হলুদ মোজাইক রোগ দেখা দিতে পারে। সিস্টেমিক ছত্রাক নাশক প্রয়োগ করতে হবে বৃষ্টিপাতের পর।
- বেগুন, টমেটো ও মরিচের ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমন হতে পারে। আক্রমন দেখা দিলে প্রতি একরে ৩-৪ টি ফেরোমন ফাঁদ স্হাপন করুন।

বোরো ধান:

- সেচ প্রদান করে বীজতলা তৈরি অব্যাহত রাখুন বৃষ্টিপাতের পর।
- সকাল বেলা চারার ওপর জমে থাকা শিশির সরিয়ে ফেলুন।
- বীজতলার চারা হলুদ হয়ে গেলে প্রতি শতকে ২৮৩ গ্রাম হারে ইউরিয়া প্রয়োগ করুন বৃষ্টিপাতের পর।
- বীজের অঙ্কুরোদগম ও চারার বৃদ্ধিতে নিম্ন তাপমাত্রার প্রভাব কমিয়ে আনার জন্য বীজতলা দিনের বেলা পলিথিন শীট দিয়ে ঢেকে রাখুন এবং বিকেলে তা সরিয়ে ফেলুন। এছাড়াও রাতের বেলা সেচ দিয়ে খুব ভোরে পানি সরিয়ে ফেলে ঠান্ডা আবহাওয়ায় চারার বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা যায়।
- বীজতলায় ৩-৫ সে.মি পানির স্তর বজায় রাখুন।

আলু:

- জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করুন
- মাটির আর্দ্রতা ধরে রাখা ও আগাছা নিধনের জন্য জমিতে আন্ত পরিচর্যা করুন বৃষ্টিপাতের পর।

- নাবী ধ্বসা রোগ থেকে রক্ষার জন্য মাঠ পর্যবেক্ষণ করুন। কুয়াশাময় আবহাওয়া দীর্ঘায়িত হলে অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন বৃষ্টিপাতের পর।
- কচুরিপানা, খড় প্রভৃতি দিয়ে জমিতে মালচিং এর ব্যবস্থা করুন বৃষ্টিপাতের পর।
- লাল পিপড়া ও কাটুই পোকার আক্রমণ হলে প্রতি বিঘায় ৫ কেজি হারে ম্যালাথিয়ন ৫% ডাস্ট প্রয়োগ করুন বৃষ্টিপাতের পর।

চীনা বাদাম:

- বপনের ১৪-২০ দিন পর আন্ত পরিচর্যা করতে হবে বৃষ্টিপাতের পর।
- জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করুন
- বর্তমান আবহাওয়ায় থ্রিপস পোকার আক্রমন দেখা দিতে পারে। অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন বৃষ্টিপাতের পর।

উদ্যান ফসল:

- কচি ফল গাছকে নিম্ন তাপমাত্রার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করুন।
- কোল্ড প্যারালাইসিস থেকে রক্ষার জন্য ছোট উদ্যানতাত্ত্বিক উদ্ভিদ ঘাস দিয়ে ঢেকে দিন।
- সেচ প্রদান বন্ধ করুন। কচি ফল গাছ ঠান্ডা হাওয়া থেকে রক্ষার জন্য খড়/পলিথিন শীট/ চটের ব্যাগ দিয়ে ঢেকে দিন।

গবাদি পশু:

- গোয়াল ঘরে বৃষ্টির প্রবেশ বন্ধ রাখতে হবে।
- রাতের তাপমাত্রা কমে আসছে। নিউমোনিয়া থেকে সুরক্ষায় সকালে ও সন্ধ্যায় দুগ্ধবতী গাভী ও বাছুরকে চটের বস্তা দিয়ে জড়িয়ে দিন।
- তরকা, পিপিআর ও খুরা রোগ থেকে রক্ষায় গবাদি পশুকে নিয়মিত টীকা দিন।
- গোয়াল ঘরের চালা ও মেঝে পরিষ্কার রাখুন।
- গবাদি পশুকে কৃমিনাশক দিন।
- গবাদী পশকে প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার দিন।

হাঁসমুরগী:

- মুরগীর খোয়াড়ে বৃষ্টির প্রবেশ বন্ধ রাখতে হবে।
- পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে এক সপ্তাহের বাচ্চাকে রানীক্ষেত রোগের এবং দুই সপ্তাহের বাচ্চাকে গামবোরো রোগের টীকা দেওয়া যেতে পারে।
- সপ্তাহে দুই দিন থাকার জায়গা পরিষ্কার করুন।
- চার পাশে চটের ব্যাগ বা প্লাস্টিকের পর্দা দিয়ে ঠান্ডা বাতাস থেকে মুরগীর বাচ্চাকে রক্ষা করুন।
- মুরগীর খোয়াড়ে সন্ধ্যার পর ১-২ ঘণ্টা বাল্ব জ্বালিয়ে রাখলে ডিম উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং রোগ বালাই কমে যাবে।

মৎস্য:

- শীতকালে বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ থেকে মাছ রক্ষা করুন।
- পুকুরের পানি পরিষ্কার রাখুন।
- শীতকালে খাবারের পরিমান কমিয়ে দিন।
- বেলা ২-৩ টার মধ্যে খাবার দিন।